ঝিনাইদহে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটিতে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। এসময় তারা নবঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানান।

আজ শনিবার বিকেলে শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে জেলা ছাত্রদলের নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ, আব্দুস সালাম, কেসি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শিপন মাহমুদ ও হিমেল আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসময় “আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম”, “অবৈধ কমিটি মানি না, মানব না” ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। পরে মিছিলটি পায়রা চত্বরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্রদল নেতা বখতিয়ার মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

এসময় জেলা ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমান কমিটির পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা জানান, সদ্য ঘোষিত কমিটি প্রকাশের পরদিনই তারা নিজেদের ফেসবুক আইডিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পদবঞ্চিত নেতারা কেন্দ্র ঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। সমাবেশে তিন নেতা তাদের পদত্যাগপত্রও প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্যকালে নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ বলেন, “যাদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে, তাদের সিভি দেখুন, আমাদের সিভি দেখুন। রাজপথের ত্যাগ ও দলীয় কর্মসূচিতে আমাদের অবদান যাচাই করুন। এই কমিটি একটি পকেট কমিটি। ঝিনাইদহের সাধারণ ছাত্রসমাজ এই কমিটি দেখে হতাশ হয়েছে।”

সদ্য ঘোষিত কমিটির সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ বলেন, “দীর্ঘদিন আমরা আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি।

হামলা, মামলা ও জেল-জুলুমের শিকার হয়েছি। আজ যখন আমাদের দল সরকার গঠন করেছে, তখন দুর্দিনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী। সে কারণে আমরা বিশৃঙ্খলার পথে হাঁটিনি। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে গঠনমূলকভাবে ঘোষিত কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানাচ্ছি।”

ঝিনাইদহে জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভা

ঝিনাইদহে জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদের সভাপতি সামছুল আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাদশার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাড. মো. আব্দুল মজিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মমিনুর রহমান এবং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মোয়াজ্জেম হোসেন।

সভায় জেলার বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এ সময় উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এনজিওগুলোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পিআইসিকে জিম্মি করে সড়ক নির্মাণে সাবেক চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দুর্নীতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার এবং প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্যকে আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ লুটপাটের চেষ্টা করা হয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় প্রকৃত দায়িত্বশীলদের আড়াল করে একজন জনপ্রতিনিধিকে ‘বলির পাঠা’ বানানো হয়েছে।

জানা যায়, ৭ নম্বর হাকিমপুর ইউনিয়নের চামটাইলপাড়া মোড় থেকে স্থানীয় মন্দির অভিমুখে প্রায় ২৭০ ফুট রাস্তা পাকাকরণের জন্য চলতি অর্থবছরে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের কথা থাকলেও শুরু থেকেই নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নান সাংবাদিকদের বলেন, ‘হাকিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। আমাকে জিম্মি করে প্রকল্পে নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কখন কাজ শুরু হয়েছে, কীভাবে হয়েছে কিংবা কারা কাজ করছে কিছুই আমাকে জানানো হয়নি। আমি শুধু নামমাত্র সভাপতি। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি যদি বিস্তারিত মুখ খুলি, তাহলে আমার বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট এমনকি আমার ওপর হামলার আশঙ্কা রয়েছে। আমাকে এলাকা ছাড়া পর্যন্ত করা হতে পারে। আমি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করেন, কাজের শুরু থেকেই নিম্নমানের ইট, খোয়া ও বালু ব্যবহার করা হচ্ছিল। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে নির্মাণকাজ চললে কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে সরকারি বিধি অনুযায়ী পিআইসি সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নানকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার বলেন, ‘কাজে কিছু ত্রুটি ছিল। অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নমানের ইট ও খোয়া সরিয়ে আগামীকাল থেকেই পুনরায় সঠিকভাবে কাজ করা হবে।’

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন বলেন, ‘আমি এ প্রকল্পের বিষয়ে আগে অবগত ছিলাম না। আজ ঘটনাস্থলে এসে প্রথম বিষয়টি জানতে পারলাম। কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ তবে কীভাবে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকার প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘সরকারি প্রকল্পে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। তদন্তে অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। ব্যবহৃত নিম্নমানের ইট ও খোয়া শতভাগ অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় সঠিক মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ ঘটনায় পিআইসি সভাপতিকে ইউএনও কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আইন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিআইসির ওপর বর্তায়। তাই দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে।’

ঝিনাইদহে প্রবাসীর উদ্যোগে ভাঙা সড়ক সংস্কার, স্বস্তি ফিরেছে ২০ গ্রামের মানুষের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজার থেকে কুশাবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। খানাখন্দে ভরা সড়কটিতে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে স্থানীয় এক প্রবাসীর মানবিক উদ্যোগে শুরু হয়েছে সড়ক সংস্কার কাজ। এতে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মাঝে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামের তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই অংশ নিয়েছেন সড়ক সংস্কারের কাজে। কেউ মাথায় করে ইট বহন করছেন, কেউ হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙছেন, আবার কেউ গর্ত ভরাট করছেন। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ভাঙা অংশগুলো মেরামত করা হচ্ছে। পুরো এলাকায় যেন তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার চিত্র।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেগুলো পানিতে ডুবে ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হতো। ফলে ভ্যান, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এমনকি অ্যাম্বুলেন্স চলাচলও হয়ে উঠেছিল ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় যানবাহন উল্টে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষকদের দুর্ভোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মাঠ থেকে ধান, পাট, শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বাজারে নিতে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হতো তাদের।

কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, এই রাস্তাটার কারণে আমরা বছরের পর বছর কষ্ট করেছি। বৃষ্টির দিনে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে যেত। এখন রাস্তা সংস্কার হওয়ায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন,’নারিকেলবাড়িয়া ও কুশাবাড়িয়া বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার

কারণে ক্রেতা ও যানবাহন আসতে চাইত না। এখন অন্তত চলাচলের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।’

অটোরিকশা চালক সোহেল রানা বলেন, ‘আগে এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে প্রায়ই গাড়ির স্প্রিং ও চাকা নষ্ট হতো। যাত্রীরাও ভয় পেত। এখন রাস্তা ঠিক হওয়ায় আমরা অনেক স্বস্তিতে আছি। স্থানীয় কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন,’আমাদের ফসল বাজারে নিতে খুব সমস্যা হতো। গাড়ি ঢুকতে চাইত না। এখন রাস্তা কিছুটা ভালো হওয়ায় কৃষকরাও উপকৃত হবে।’

মানুষের এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন মালয়েশিয়া প্রবাসী আজিম হোসাইন। তিনি কুয়ালালামপুর শাখা যুবদলের নেতা এবং কুশাবাড়িয়া গ্রামের গোলাম নবী বিশ্বাসের ছেলে। নিজ অর্থায়নে রাস্তার জন্য ইট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন তিনি। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় সংস্কার কাজ।

মুঠোফোনে প্রবাসী আজিম হোসাইন বলেন, ‘বিদেশে থাকলেও গ্রামের মানুষের কষ্টের কথা শুনে খুব খারাপ লেগেছে। তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রামের মানুষের উপকার হলেই আমি আনন্দ পাই।’

এলাকাবাসী জানান,দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেখানে একজন প্রবাসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সড়ক সংস্কার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়দের দাবি,সাময়িক সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি স্থায়ীভাবে পাকাকরণ করা হোক। কারণ এই সড়ক দিয়েই কুশাবাড়িয়া, মিয়াকুন্ডু, মামুন্দী, মুক্তারামপুর, ধনঞ্জয়পুর, টিকারি ও দহকোলাসহ আশপাশের প্রায় ২০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটির তিন নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত ০৬ সদস্যের কমিটি থেকে তিন জন পদত্যাগ করেছে। কেন্দ্রীয় ঘোষিত এই কমিটির মেয়াদ ২৪ ঘন্টা পার না হতেই তারা নিজস্ব ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতির।

গত ১২মে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং নাসির উদ্দীন নাসির স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মোঃ ইমরান হোসেন কে সভাপতি এবং শাহরিয়ার রাসেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের ৬সদস্যের আংশিক জেলা কমিটি ঘোষণা করেণ। এতে সিনিয়র সহ সভাপতি ছিলেন মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান।

এই কমিটি ঘোষণা হওয়ার পরের দিন ১৩মে নতুন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এর পর পরই নবগঠিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ এবং ১৪ মে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ছাত্রদল ছাড়ার ঘোষণা দেন। তারা ফেসবুকে কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে এই পোস্ট দেন। এতে জেলা ছাত্রদলের অন্য নেতাদের মধ্যেও হতাশার ছাপ দেখা গেছে।

এবিষয়ে নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল বলেন, যারা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগ করেছেন তারা লিখিত ভাবে অফিসিয়ালি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নাই, তবে আমরা একসাথেই রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি বড় হয়েছি এখন হয়তো তাদের কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় এমনটি করতে পারে। আমার ক্ষেত্রে হলেও এমনটি হতে পারতো, আশাকরি সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে এবং আবার সবাই একসাথে জননেতা জনাব তারেক রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং দেশ গঠনে কাজ করে যাব।

বাবা ও চাচার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে ভাই-বোনের সংবাদ সম্মেলন

সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ঝিনাইদহে বাবা ও চাচার বিরুদ্ধে সংবাদ করেছেন দুই ভাইবোন।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন করেন সদর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের আব্দুল মোতালেবের মেয়ে লিমা খাতুন ও ছেলে ইকরামুল।

সেসময় অভিযোগ করা হয় আব্দুল মোত্তালেব অসৎ চরিত্রের হওয়ায় ২০১৬ সালে তার পিতা আজিজুল হক নাতি ইকরামুলের নামে ২ একর ৫ শতাংশ ও ২০১৭ সালে নাতনী লিমা খাতুনের নামে ২৫ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। এরপর থেকে ওই জমি ভোগদখল করে আব্দুল মোত্তালেব। কিছুদিন আগে ছেলে ও মেয়েকে না জানিয়ে বন্দক রেখেছে। সেই জমিতে এখন আর যেতে পারছেন না ছেলে ও মেয়ে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়ে লিমা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তার পিতা আব্দুল মোতালেব, চাচা আবু বক্কর ওরফে বাক্কা এবং সৎ দাদা জাহিদুল ইসলাম পরিকল্পিতভাবে তাদের পরিবারকে জমিজমা নিয়ে হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার করে আসছেন।

তিনি জানান, তার মা জীবিত থাকাকালে পিতা একাধিক বিয়ে করেন, যা নিয়ে পরিবারে তীব্র বিরোধ তৈরি হয়। তারা মোট পাঁচ ভাই-বোন, যার মধ্যে বড় ভাই ইকরামুল ইসলাম বিজিবি সদস্য হিসেবে কক্সবাজারে কর্মরত। তিনি নিজে ঝিনাইদহ কেসি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে চাকরির চেষ্টা করছেন। অভিযোগে তিনি বলেন, পিতার বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও একাধিক বিয়ের কারণে পারিবারিক জীবনে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

ছেলে ইকরামুল অভিযোগ করেন করেন, বাড়ির পাশের এক নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক ধরা পড়ায় পিতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা হয় এবং সেই মামলা মীমাংসার অজুহাতে দাদার রেখে যাওয়া জমি কুমড়াবাড়িয়া গ্রামের মোজাম নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়।

পরবর্তীতে ঝিনাইদহের কাঞ্চনপুর এলাকায় আবারও অন্য এক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্থানীয়দের চাপে তাকে বিয়ে করানো হয় বলে তিনি দাবি করেন। ওই নারীর পূর্বে একাধিক বিয়ে ও সন্তান রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, সম্প্রতি ছুটিতে বাড়িতে আসার পর নিজস্ব বাড়িতে গেলে ভাড়াটে লোকজন দিয়ে আমার ওপর হামলা চালানো হয়। এতে আমি ও আমার ছোট শিশু সন্তান গুরুতর আহত হয়ে কয়েকদিন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম।

এছাড়া তিনি জানান, তার ফুফু জোসনা খাতুনের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিও জোরপূর্বক বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি ঝিনাইদহ আদালতে বণ্টননামা মামলা করেছেন এবং তিনি আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে তার বড় ভাবিও উপস্থিত থেকে পারিবারিক নির্যাতন ও বঞ্চনার বিষয়গুলো সমর্থন করেন বলে জানান লিমা খাতুন।

নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানান তারা।

ঝিনাইদহে বিএনপির লিফলেট বিতরণ

জুলাই সনদ নিয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি। দলটির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

শহরের পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, আরাপপুর ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি বিষয় বিএনপি আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু একটি মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতেই এই লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। লিফলেটে জুলাই সনদের যেসব বিষয় বিএনপি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে, সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

পাশাপাশি গণভোটের নামে জনগণের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান তারা।

ঝিনাইদহে নির্বাচনী ইশতেহারের সরকারি ব্রিফিং এড়িয়ে এনজিও অনুষ্ঠানে ডিসি!

ঝিনাইদহে সদ্য যোগদান করা জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নানা বিষয়ে বিতর্কের মুখে থাকা এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এবার উঠেছে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ।

বুধবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য অফিসের এই আয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিস্ময়করভাবে সেখানে উপস্থিত হননি জেলা প্রশাসক নিজে। তার পরিবর্তে পাঠানো হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানকে।

অভিযোগ উঠেছে, ব্রিফিং চলাকালীন সময়েই জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। অথচ একই দিনে দুপুরে শহরের ফুডসাফারি মিলনায়তনে “রূপান্তর” নামের একটি এনজিওর অনুষ্ঠানে তাকে উপস্থিত

দেখা যায়।

এ ঘটনায় সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির চেয়ে কি একটি এনজিওর অনুষ্ঠান বেশি অগ্রাধিকার পেল? একজন জেলা প্রশাসকের কাছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কি দ্বিতীয় সারিতে চলে গেল?

স্থানীয় সাংবাদিকদের একাংশ বলছেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন নিয়ে আয়োজিত ব্রিফিং ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেখানে জেলা প্রশাসকের অনুপস্থিতি শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, এটি দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে তিনি যখন একই সময়ে অন্য একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন, তখন বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে আলোচনায় আসে। দেশের অন্যান্যা জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে সভাপতিত্ব করেন সেই জেলার জেলা প্রশাসক। অথচ ঝিনাইদহের অনুষ্ঠানটি করা হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে। জেলা প্রশাসক তো আসেননি উপরন্তু নামমাত্র কয়েক মিনিটের ব্রিফিং করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নামমাত্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে তিনিও চলে যান ওই এনজিওর অনুষ্ঠানে।

জেলার বিভিন্ন মহল মনে করছে, সদ্য যোগদান করেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকারি কর্মসূচিকে উপেক্ষা করে এনজিও অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সমালোচনা।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন বলেন, ওই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক থাকতে হবে এমন কোন নির্দেশনা নেই। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা থাকলেই হবে তাই আমি যায়নি।

ঝিনাইদহে হোটেল শ্রমিক যুবতীর

লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই এলাকার সাদাতিয়া সড়কের একটি ভাড়া বাসা থেকে খুশি খাতুন (১৯) নামের এক হোটেল কর্মচারী যুবতীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) সকালে তালাবদ্ধ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত খুশি খাতুন সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বাসিন্দা। সে পাগলাকানাই মোড়ের আন্তরিক হোটেল (সাবুর হোটেল নামে পরিচিত)’এ কাজ করতেন।

ভাড়া বাসার মালিক বেবি খাতুন জানান, গত ১ সপ্তাহ আগে এই বাসা ভাড়া নেন খুশি খাতুন। সোহাগ হোসেন নামের রিক্সা চালক তার স্বামী বলে দাবী করেন খুশি। মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে হোটেল থেকে কাজ শেষে স্বামীর সাথে বাসায় আসে। সকালে অনেক বেলা হলেও খুশি বের না হলে প্রতিবেশীরা ঘরে গিয়ে দেখতে পান বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগানো আর পেছনের দরজা খোলা।

তারা দরজা খুলে দেখতে পায় খুশির লাশ বিছানায় পড়ে আছে। পরে পুলিশে খবর দিয়ে তারা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গলায় ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে স্বামী পালিয়ে যায় বলে ধারনা করছে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদেন্তর জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে।

ঝিনাইদহে অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সাঁতারের উদ্বোধন

ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় (অনূর্ধ্ব-১৪) অ্যাথলেটিকস

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র ও জার্সি বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

একই দিনে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের (অনূর্ধ্ব-১৪) উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ ও মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারেক হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আহসানুজ্জামান ঝন্টু, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তোহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য নাজিম উদ্দীন জুলিয়াস, প্রশিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, দর্শনার্থীবৃন্দ। মাসব্যাপী (২১টি সেশনে) সাঁতার প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।